দৈনিক ইত্তেফাক

23 JUL 2017

# গলাচিপায় প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

■ গলাচিপা (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা

গলাচিপায় বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুঃ আবদুল হালিমের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠেছে। গলাচিপা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আয়ের ৩০টি খাত থেকে অর্থ আত্মসাৎ, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, শিক্ষক কর্মচারীদের সাথে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার, শিক্ষিকাদের সাথে অশালীন আরচণসহ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের ১১ জন শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন।

গলাচিপা পৌরশহরের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী গলাচিপা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি নারী শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বিদ্যালয়টি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সাড়ে সাত শতাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষক মুঃ আবদুল হালিম ২০০৬ সালে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার পর থেকে ১১ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ডোনেশনের লাখ লাখ টাকা, শিক্ষার্থীর ভর্তি ফি, সেশন ফি ও পরীক্ষার ফি, অগ্রণী ব্যাংক, ক্লিনিক, ৯টি দোকান ঘরভাড়া, এ সবগুলো প্রতিষ্ঠান থেকে জামানত নেওয়া। উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য সরকার নির্ধারিত টিউশন ফি, জেএসসি, এসএসসি ও কারিগরি তিনটি পরীক্ষার কেন্দ্র ফি থেকে উদ্বৃত্ত টাকার কোনো হিসেব দেন না। সরকার কর্তৃক গাইড বই নিষিদ্ধ করলেও স্কুলে গাইড বই চালানোর জন্য বিভিন্ন প্রকাশনীর কাছ থেকে প্রতি বছর মোটা অঙ্কের টাকা কমিশন নেন।

তিনি সরকারি কোষাগার থেকে বাড়িভাড়া বাবদ অর্থ উত্তোলন করেন অথচ প্রধান শিক্ষকের নামে বরাদ্দ কোয়ার্টার ভাড়া প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা বিদ্যালয়ের একাউন্টে জমা না করে নিজেই আত্মসাৎ করেন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসি প্রোগ্রামের ভর্তি ফি, ফরম পূরণ ফি, প্রশংসাপত্র ফি, কেন্দ্র ম্যানেজ ফি থেকে উদ্বৃত্ত টাকা, ত্রৈমাসিক পরীক্ষার ফি টালি খাতায় জমা রাখা হয় না এবং রসিদও দেওয়া হয় না, সম্পূর্ণ টাকা প্রধান শিক্ষক আত্মসাৎ করে বলে অভিযোগ উঠেছে।

প্রধান শিক্ষক মুঃ আবদুল হালিম জানান, একশ্রেণির লোক তার সুনাম সুখ্যাতি নষ্ট করার জন্য এ সব করছে। অভিযোগের বিষয়ে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি খতিয়ে দেখুক।

ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আসম জাওয়াদ সুজন জানান, অভিযোগ পেয়েছেন। আভ্যন্তরীণ অডিট কমিটি গঠন করা হয়েছে। সবকিছু যাচাই বাচাই শেষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।